প্রতিবন্ধি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম

একসঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার

লিখেছেন : **সাইফুল হাসান**

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রতিবন্ধিত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। সিম্পোজিয়ামে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করছে এমন সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের কর্মকর্তারাও যোগ দেন। বিয়াম সেন্টারে ৯, ১০, ১১ ডিসেম্বর সিম্পোজিয়ামের সব কার্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সিম্পোজিয়ামে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, সংগঠন ও স্বাধীনতার বিষয়গুলো আলোচিত হয়।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলন পুরো বিশ্বেই একটা পরিশীলিত কাঠামো পাচ্ছে। আন্দোলনের ফলে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারগুলো প্রতিবন্ধীদের ইস্যুগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে।

সিম্পোজিয়ামের বাজেট ধরা হয়েছিল ৩০ লাখ টাকা। তিন দিনব্যাপী সিম্পোজিয়ামে প্রতিটি সেশন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ৩ দিনে প্রায় ৫০টির বেশি প্রবন্ধ পাঠ করেন দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা। প্রতিটি সেশনেই প্রবন্ধ পাঠ শেষে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। প্রতিটি পর্বেই বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা অংশগ্রহণ করে। দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল সত্যিই আকর্ষণীয়। প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রচুর দর্শকের অংশগ্রহণের ফলে পুরো সিম্পোজিয়ামটিই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। প্রশ্নকারীর সংখ্যা এত বেশি ছিল যা বিদেশী প্রতিনিধিদের কাছে ছিল বিস্ময়কর। বিষয়টিকে জাতিসংঘের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এইকো আকিয়ামা ব্যাখ্যা করেন এভাবে- 'আমার ধারণার বাইরে ছিল যে বাংলাদেশের মানুষ প্রতিবন্ধীদের ইস্যুতে এতো সচেতন। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আন্দোলনে এটা অসম্ভব ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে আমার ধারণা। প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের এই সচেতনতা এটাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ খুব দ্রুতই এশিয়া প্যাসিফিক দশকের লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাবে।' আকিয়ামার মতো অন্য অনেক প্রতিনিধি একই ধরনের কথা বললেন।

পারভীন বেগম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তিন দিনে প্রায় সব সেশনেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। পারভীন দৃষ্টিহীন। কিন্তু তার বোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। পারভীন বেগম এ ধরনের সিম্পোজিয়ামের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'বাংলাদেশের এক কোটি ৪০ লাখ প্রতিবন্ধীর একটা মোটা অংশই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। এনিজিওগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করলেও তারা দেশের খুব বেশিসংখ্যক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারেনি। অর্থাৎ বিশালসংখ্যক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সব সময় সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর দৃষ্টির আড়ালে থেকে গেছে বা যাচ্ছে। ফলে তারা এদের সার্ভিস থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু এরকম সিম্পোজিয়াম থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠনগুলো অনেক দেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমার বিশ্বাস তারা এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অধিকসংখ্যক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারবে। যার সুফল পুরো দেশ উপভোগ করবে। অন্যদিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সামনে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বাংলাদেশের চিত্রও তুলে ধরা সম্ভব হলো।'

এডিডি বাংলাদেশের প্রধান মোশাররফ হোসেন কথা বলছেন

পারভীনের মতো শত শত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি একই ধরনের কথা বলেন। সিম্পোজিয়ামে তারা সমস্যা হিসেবে ভাষাকে চিহ্নিত করেন। কারণ সিম্পোজিয়ামের পুরো কাজ চলে ইংরেজিতে। সিলেট থেকে সিম্পোজিয়ামে অংশ নিতে আসা এমন একজন সংগঠক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বুঝতে পারছি বিদেশীরা উপস্থিত থাকার কারণে প্রবন্ধ পাঠ থেকে শুরু করে সবকিছুই ইংরেজিতে হচ্ছে। যারা ইংরেজি জানে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু আমার মনে হয়, এখানে সাধারণ অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই ইংরেজি ভাষা বোঝেন না। তাই সিম্পোজিয়ামের আয়োজনকারীরা যদি প্রতিটি প্রবন্ধের অনুবাদ কপি দিতেন তাহলে অনেক বেশি উপকার হতো।' এই সমস্যার কথা অনেকেই বলেছেন। আশা করা যায়, আগামীতে আয়োজকরা এই বিষয়গুলোর কথা ভাববেন।

সিম্পোজিয়ামে মোট ১১টি বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞরা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রথম দিনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, সামাজিক পুনর্বাসন, চাকরি এবং চাকরির সুযোগ ও প্রতিবন্ধী নারীদের অধিকার বিষয়ে আলোচনা হয়। সিম্পোজিয়ামে প্রায় সব বিশেষজ্ঞই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, চাকরি, সমাজের সকল স্তরে প্রবেশের স্বাধীনতা ও দারিদ্র্য নিরসনের ওপর গুরুত্ব দেন। অন্যদিকে প্রতিবন্ধীদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন গড়ে তোলার ওপরও অনেকে জোর দেন। পাশাপাশি বিদেশী বিশেষজ্ঞরা কিভাবে তাদের দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে কাজ করছেন সে বিষয়ে দিক-নির্দেশনাও তুলে ধরেন।

এডিডি বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মোশাররফ হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'এ ধরনের সিম্পোজিয়াম/সেমিনারের ফলে একটা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। এর থেকে যে সুপারিশগুলো বেরিয়ে আসে সেগুলো সরকারের কাছে নিয়ে যাবার একটা সেতুও তৈরি হয়।' কিন্তু ব্যয়বহুল এই সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেছে এমন অনেককেই আমরা জিজ্ঞেস করেছি- তারা কি শিখলো? অনেকেই উত্তর দিতে পারেনি। মোশাররফ হোসেন বলেন, 'এ ধরনের সিম্পোজিয়াম গ্রাসরুট পর্যায়ের কর্মীদের জন্য নয়। নীতিনির্ধারকদের জন্য। তারপরও এডিডি বাংলাদেশ তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীদের এখানে এনেছিল। কারণ আমরা সেক্ষ হেল্প অর্গানাইজেশন পদ্ধতিতে কাজ করি। তো মফস্বলে যারা সংগঠন চালান তাদের জন্য এ ধরনের সিম্পোজিয়াম নতুন অভিজ্ঞতা। সিম্পোজিয়ামটি ছিল এশিয়া অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অনেক কমন ব্যাপার আছে। তো এখান থেকে আমরা একটা তুলনামূলক জায়গায় যেতে পারি। হ্যাঁ এ কথা সত্য যে, প্রতিবন্ধীদের অধিকার বিষয়ক অনেক বড় বড় সেমিনার হয়েছে। সেই তুলনায় তৃণমূল পর্যায়ে কাজ কম হয়েছে। কিন্তু অ্যাডভোকেসি উভয় জায়গায় দরকার। আপনারা জানেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে এশিয়া প্যাসিফিক ডিকেড ঘোষণা হয়েছে। এই ডিকেডের কিছু লক্ষ্য রয়েছে। ডিকেডের লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে। লক্ষ্যগুলো কিভাবে পূরণ করা যায় সে বিষয়ে নীতি-নির্ধারকরা ধারণা পেয়েছে। এটাকে তারা তৃণমূল পর্যায়ে কাজে লাগাবে। মূল কথা হলো কাজ করার মানসিকতা। এটা থাকলে কাজের অনেক পথ পাওয়া যায়। সিম্পোজিয়ামও তেমন একটা বিষয়।'

সিম্পোজিয়ামের শিক্ষা বিষয়ক আলোচনায় প্রতিনিধিরা সব শিশুকে স্কুলে পাঠানোর সরকারি ঘোষণার ওপর জোর দেন। সব শিশুর মধ্যে

প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলা হয়। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী শিশুরা যেন অন্য দশটা সাধারণ শিশুর মতো বিকশিত হতে পারে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রবেশ করতে পারে সে ব্যাপারে সরকারি পদক্ষেপের কথাগুলোও গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়। সরকারের ১৮টি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা প্রথম থেকেই সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করে। আয়োজকরা মনে করেন, সরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের ফলে সরকার ধারণা পাবে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কিভাবে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। পাশাপাশি সরকারের সব উন্নয়ন কৌশল আইন দ্বারাও কিভাবে প্রতিবন্ধীদের অধিকারকে রক্ষা করা যায় সে সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনাও ছিল।

প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, সম্পদ। তারাও যে সমাজের কল্যাণে, রাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এই কথাগুলো বারবারই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ২০০ বেসরকারি সংগঠন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কাজ করছে। মজার ব্যাপার হলো, এই সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযাগ সীমিত। ফলে স্থানীয় সংগঠনগুলোর নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলোও বিনিময় করতে পারে না। প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে কর্মরত জাতীয় ফোরাম এই সংগঠনগুলোর প্লাটফর্ম। এই প্লাটফর্মের মাধ্যমেই তারা সমন্বিতভাবে দাবি-দাওয়াগুলো তুলে ধরতে পারে। এই একটি জায়গায় তাদের প্রচন্ড দুর্বলতা। আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম এই দুর্বলতা দূর করবে বলে অনেকেই মনে করেন।

এইকো আকিয়ামা জাতিসংঘের প্রতিনিধি। যিনি বিয়াকো মিলেনিয়াম ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করছেন। তার সঙ্গে কথা বলে সাপ্তাহিক ২০০০। তিনি বলেন, 'এই ইস্যুতে আমার ব্যক্তিগত কিছু ভাবনা আছে। বিয়াকো মিলেনিয়াম ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আমি কাজ করছি। আমাদের কাজ হলো সরকার ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর কাজের সমন্বয় আছে কি না তা লক্ষ্য করা। আমি প্রায়ই ভাবি, যেসব মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আমরা কথা বলছি তাদের কাছে কি পৌঁছাচ্ছে আমাদের কথা? এক সময় সেমিনার-সিম্পোজিয়ামকে মনে হতো কথার দোকান। পরে দেখলাম সরকার ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর মধ্যে একটা মিস লিংক রয়েছে। এখানে সংযোগ স্থাপন করতে পারলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনেক কল্যাণ হবে। আমার মনে হয় এই জায়গায় অনেক কাজ করার আছে। তো ঢাকা সিম্পোজিয়াম বাংলাদেশে এই জায়গায় ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।' এনএফওডব্লিউডি'র এইচ এম নোমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এই সিম্পোজিয়ামকে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার, সংগঠন, স্বাধীনতা বলে অভিহিত করেছি। আমার মনে হয় এখানে সরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ফলে সরকার বুঝতে পারবে এই জায়গায় আরও বেশি অর্থ দেয়া দরকার। অন্যদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে সরকার উন্নয়ন কৌশলগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যুক্ত করার প্রয়াস পাবে।'

'এই ইস্যুতে আমার ব্যক্তিগত কিছু ভাবনা আছে। বিয়াকো মিলেনিয়াম ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আমি কাজ করছি। আমাদের কাজ হলো সরকার ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর কাজের সমন্বয় আছে কি না তা লক্ষ্য করা।'

এইকো আকিয়ামা, জাতিসংঘ প্রতিনিধি

শেষ দিন শেষ সেশনে ভারত থেকে আগত জে পি সিং সিম্পোজিয়ামকে 'ঢাকা ডিক্লিয়ারেশন' প্রস্তাব করেন। উপস্থিত দেশী-বিদেশী প্রতিনিধিরা হাততালির মাধ্যমে জে পি সিংয়ের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। দেশী-বিদেশী প্রায় সবাই আয়োজকদের প্রশংসা করেন। তবে অনুষ্ঠানের প্রথম দিন কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সবাই আশা করেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলো একসঙ্গে কাজ করবেন।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**